ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)

ড. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

ভূমিকা

সমাজ বিজ্ঞান বিকাশের সঙ্গে ইউরোপে শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদের বিকাশের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই যোগসূত্র— সমৃদ্ধ বিকাশের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করলে কখনোই তাকে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলা যাবে না। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে চিন্তনের ইতিহাসে নির্দিষ্ট চিন্তন প্রক্রিয়া ও সমাজ ব্যাখ্যার ধারা স্বাধীনভাবে বিরাজ করতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি হলেও এই দুটি বিষয় যে সাধারণভাবে সহাবস্থানের ঐতিহ্যকেই সমর্থন করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক তেমনভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভারতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ভারতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব-একদিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ, বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্যদিকে এই পাশ্চাত্য গবেষণা ধারার বিরুদ্ধে ভারতীয় গবেষকদের প্রতিক্রিয়া— এর মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার সম্পর্কে জ্ঞান ব্রিটিশ শাসকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক এবং ব্রিটিশ আধিকারিকদের মিলিত স্বার্থ উপজাতি, জাতি, গ্রামীণ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক অনেকগুলি গবেষণাকে উৎসাহিত করেছিল। ভারতে সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়ার দুটি স্পষ্ট পর্যায়কে চিহ্নিত করা যায়। একটি ১৯৫০ সালের আগের পর্যায় এবং আরেকটি তার পরবর্তী অধ্যায়। এই ১৯৫০ সালের আগের পর্যায়ে বি. এন. শীল, জি. এস. ঘ্যুরে, বি. কে. সরকার, আর. কে. মুখার্জীর সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান প্রণিধানযোগ্য। (ধানাগারে : ২০১১)

ভারতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের বিকাশে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি

অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। রাধাকমল মুখার্জী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডি. এন. মজুমদারের নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধূর্জটিপ্রসাদের সামগ্রিক অবদান তাঁর সমসাময়িক দুই গবেষক অর্থাৎ রাধাকমল মুখার্জী এবং ডি. এন. মজুমদারের থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পৃথক ছিল। ধূর্জটি প্রসাদ কখনই তাঁর তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক অনুশীলন বা সমীক্ষার আশ্রয় নেননি তার মানে এই নয় যে তিনি অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানান্বেষণের অর্ন্তনিহিত মূল্যবোধকে গ্রহণ করেন নি। মানসিকভাবে তিনি ছিলেন একাধারে একজন সামাজিক বিজ্ঞানের সমালোচক, সমাজ দার্শনিক এবং সংস্কৃতিচর্চার অত্যন্ত কৃতী গবেষক।

ধূর্জটিপ্রসাদের ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি এবং সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রথমত, রাধাকমল মুখার্জীর মতো ধূর্জটিপ্রসাদও দুটি সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের মধ্যে কোনো দৃঢ় বিভাজন রেখার অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। এবং দ্বিতীয়ত, এঁরা দুজনেই তাঁদের গবেষণা চর্চায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যদিও দুজন সমাজতাত্ত্বিকই ঘুরের মত ভারতীয় সামাজিক কাঠামো এবং পরিবর্তনকে বিশ্লেষণে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তবে এই দুজন সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যে সাদৃশ্য বলতে এটাই। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে একজন 'মার্কসোলজিষ্ট' (Marxologist) বলে পরিচয় দিতে বেশী পছন্দ করতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে যে সংঘাত দেখা গিয়েছিল তার দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা এবং দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি মনে করেছিলেন যে সমাজতাত্ত্বিকদের উচিত বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার থেকে কাঙ্খিত ভবিষ্যতের সমস্যা মোকাবিলার সমাধানসূত্র তৈরী করা।

...হন।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবর্তন

...প্রসাদের মতে ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক উৎস হল পরম্পরা যার অর্থ হল ...স্বীকার। এই ঐতিহ্য কখনও লিখিত অবস্থায় থাকে অথবা ঋষিদের মুখনিঃসৃত ...র মধ্যে দিয়ে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। তবে উৎস যাই হোক না কেন ঐতিহ্যের ...তিহাসিকতাকে অধিকাংশ মানুষ স্বীকৃতি জানায়। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে ঐতিহ্য উল্লেখ ...রা হয়। স্মৃতির মধ্যে দিয়ে পুনরাচরণ করা হয়, এবং বহু বছরের ব্যবহারের ও ...ভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এগিয়ে চলে। ঐতিহ্যের একটি ...হণযোগ্য মূল্যবোধ বর্তমান এবং এই ঐতিহ্য ভারতীয় সামাজিক ঐক্য রক্ষার্থে ...গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ঐতিহ্যের বন্ধন অথবা সম্প্রদায় ...পরম্পরা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরে। ...ধ্যাপক সরকারের মতে, নৈতিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ঐতিহ্য ভারতীয় ...মাজে সংরক্ষিত থেকেছে। ঐতিহ্য সমূহ সংস্কৃতির সংরক্ষণের আধারে পরিণত হয়। ...র্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়েই সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করে ...রা হয়। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্বে ভারতে হিন্দু ও ...মুসলমান সমাজের সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে ঐতিহ্যের পূর্ণ সমন্বয়সাধন ...ঘটেনি। ব্যবহারযোগ্য সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে খানিকটা ঐকমত্য হলেও নান্দনিক বা ধর্মের বিষয়ে তাঁরা এক মত পোষণ করেননি। তাঁর মতানুযায়ী প্রত্যক্ষনির্ভর চিন্তার ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই অবস্থায় ঔপনিবেশিক শাসক যখন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিকে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল তখন তা ভারতীয় ইতিহাসকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সনাতনী ভারতীয় অর্থনীতির ধ্বংস, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, দেশীয় বণিক পুঁজির নাশ করে ইংরেজরা ভারতের আর্থ-সামাজিক

পরিস্থিতিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগান যায়নি কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের পক্ষে বেমানান ছিল (বসু : ২০১০)।

যে প্রশ্নটি ধূর্জটিপ্রসাদকে তাড়িত করেছিল তা হল বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি পাশ্চাত্য উদারনৈতিক দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে বিকাশ কখনই বৃদ্ধি নয়। বরং বিকাশের অর্থ হল ক্রমান্বয়ে সক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করা। মার্কস ও হেগেলের ধারণার দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে মূল্যবোধের উৎপত্তি এবং তার গতিময়তাকে অবশ্যই পর্যাপ্ত ভাবে গ্রহণ করা উচিত। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তিনি ঐক্যসাধনকারী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাননি। বরং তিনি মনে করতেন প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কিছু নকশা এবং বিশ্লেষণী নীতি থাকে। একজন গবেষক এবং সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে প্রত্যেকেরই ঐ নীতির ভিত্তিতে ঐক্যকে বিশ্লেষণেও এই বিশ্লেষণী নীতিগুলিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে সমাজতাত্ত্বিক হলেই শুধু চলবে না, তাঁকে প্রথমে ভারতীয় হতে হবে। একজন ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকই তাঁর নিজের সমাজকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বুঝতে পারবেন যে এই সমাজের বাইরে কি অবস্থান করছে। এই বিষয়টিকে অনুধাবন করতে গেলে একজন গবেষকের ঐতিহ্যের অধ্যয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই ঐতিহ্য অবশ্যই প্রবর এবং নিম্ন স্তরের মানুষের ঐতিহ্য, উভয়কেই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে যদি একজন সমাজতাত্ত্বিক তাঁর দৃষ্টিকে ঐতিহ্যের অধ্যয়নের দিকে প্রসারিত করতে পারেন কেবলমাত্র তখনই তিনি ধারাবাহিক অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবেন। যে তিনটি উপায়ে এই প্রক্রিয়ায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় সেগুলি হল 'শ্রুতি', 'স্মৃতি' এবং 'অনুভব'।

ধূর্জটিপ্রসাদের মতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অনুভবের ভূমিকা বৈপ্লবিক। কারণ যে কোনো মুহূর্তে ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা যৌথ অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে পারে। ভারতে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংঘটিত পরিবর্তন ও উন্নয়নের চালিকা শক্তি যৌথ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট প্রতিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ভারতে কোনো সামাজিক অংশের প্রতিবাদ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উৎসারিত হয়। রীতিনীতির ব্যবহার, পৌরোহিত্যের আধিপত্য 'মুক্তপ্রাণ পুরুষের' আত্মাকে আঘাত করলে এই বিচ্ছিন্নকারী অভিজ্ঞতা 'প্রবর' শ্রেণীকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে। তিনি ভাষার মধ্যে সাম্যের অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। এই

ভাষা সাধারণ মানুষের কাছে অনুধাবনযোগ্য এবং এর স্বতঃস্ফূর্ততা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে। তিনি দেখিয়েছেন ভাষার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করার ক্ষমতা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে জন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই কারণে ভারতে যে কোনো আন্দোলন বা প্রতিবাদ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে তা রীতিবদ্ধ থেকেছে। 'পুরুষার্থ' খুব কম ক্ষেত্রেই ঐচ্ছিক ভাবনাকে পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কোনো কার্যপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আকাঙ্খা পূরণের প্রথাগত পথকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষের আকাঙ্খা পূরণের ব্যক্তিগত ধারা কমবেশী গোষ্ঠীজীবনের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যক্তি কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়া এই বিন্যাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

'শ্রুতি' হল ঐতিহ্যের স্মৃতিনির্ভর বক্তব্যের প্রকাশ যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু 'শ্রুতি' প্রথমে জনজাগরণের কারণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তারপর সেগুলিকে একটি বিমূর্ত্ত তাত্ত্বিক দার্শনিক পরিকাঠামোয় রূপান্তরিত করে। এইভাবে ঐতিহ্য বেঁচে থাকে এবং জনমানসে স্থায়ী জায়গা করে নেয় (মুখার্জী : ১৯৫৮)। ভারতে যে ঐতিহ্য শক্তিশালী তা বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, এবং সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলির এক সমন্বিত রূপ, ভারতীয় কৃষ্টির এক বহিঃপ্রকাশ যাকে সহজভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর জন্য গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং ঐতিহ্যের বিশালত্ব ও গভীরতা অনুধাবন করার ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার। ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধারণার প্রয়োগ ঘটানোকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় মূল্যবোধ যেমন 'শান্তম' 'শিবম্' এবং 'অদ্বৈতম' এর সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রগতির ধারণার এক সংশ্লেষণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সমাজ ও ঐতিহ্যের ধারণার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক আছে। মানব ইতিহাসের সচেতন গতি প্রকৃতি এবং সামাজিক ঐতিহ্যের যে সম্পর্ক তা ঐ সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে আধুনিক পুরুষ এই ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি মনে করতেন আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধতাকে বর্জন করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে প্রগতিই ভারতের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন যে ভারতকে আধুনিক হয়ে উঠতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য যে যে বাস্তব অবস্থা দায়ী সেগুলিকে দূর করতে হবে। তাঁর মতে মানুষের প্রচেষ্টার সব দিককে অন্তর্ভুক্ত করেই প্রগতিকে ব্যাখ্যা করা

প্রয়োজন। প্রগতি ও বিকাশের অনেক কৌশল আছে। প্রকৃতিগতভাবে প্রগতি বলতে মূল্যবোধের ভারসাম্যকে বোঝায়। প্রগতির ধারণাটি মানব সমাজের মতই বিস্তৃত এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের মতই গভীর। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে প্রগতি হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। তাঁর মতে একটি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি কতগুলি সাধারণ ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে যা অনেকগুলি সাধারণ আচরণের জন্ম দেয়। ভারতীয় ঐতিহ্যকে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বাণিজ্য প্রভাবিত করেছে। এই সমস্ত শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কৃষ্টির মিশ্রণের ফলে আজকের ভারতীয় সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে যা হিন্দুও নয় ইসলামও নয়। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের প্রতিরূপও নয় আবার শুধুমাত্র এশীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কোনো বিষয়ও নয়। ঐতিহ্য হল— এক ধরণের প্রত্যয় যা বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের মধ্যে ধারাবাহিকতা পেয়ে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে ঐতিহ্য হল এক কথায় ধারাবাহিকতা। প্রকৃত পক্ষে ঐতিহ্য হল একটি নির্মাণ যা অবিন্যস্ত ইতিহাসকে এক অভিন্ন ধারণার মধ্যে স্থাপন করতে পারে। এই ঐতিহ্য পার্থক্যকে হ্রাস করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মূল উৎস সন্ধানে সাহায্য করে। ঐতিহ্য আমাদের নতুন জিনিসকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে (বসু : ২০১০)।

ধূর্জটিপ্রসাদ পরিবর্তনকে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আন্দোলনের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঘটে। তাঁর মতে সমাজতত্ত্বের কাজ হল এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা। এই কাজ করতে হলে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অভিনিবেশ ঘটাতে হবে এবং পরবর্তীতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাই সামাজিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করা হল সমাজতাত্ত্বিকের প্রধান লক্ষ্য। বাইরের এবং আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত বিষয়গুলি ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম তার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। বাইরে অবস্থিত অর্থনৈতিক শক্তি শক্তিশালী হলেও ঐতিহ্য খানিকটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে টিকে থাকে। সেক্ষেত্রে, ধূর্জটিপ্রসাদের মতে কোন অর্থনৈতিক কারণে ঐতিহ্যের পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্যকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।